বাংলাদেশ দূতাবাস
বেইজিং

১০ জানুয়ারি ২০২৩

প্রেস রিলিজ

আজ ১০ জানুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং যথাযোগ্য মর্যাদায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন করেছে। দিবসটি উপলক্ষে দূতাবাসের কনফারেন্স রুমে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ বীর শহিদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের আত্মত্যাগের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে দোয়া পরিচালনা এবং দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণীও পাঠ করা হয়।

রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন, এনডিসি আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ বিজয়ের পরিপূর্ণতা অর্জন করে। ১৯৭২-১৯৭৫ এই সময়কালীন যখন বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের অর্থনীতির পুনর্গঠনের কাজে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক সে সময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তাঁর আদর্শ মুছে দিতে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে দেশ সেবার মহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য সকলকে আহবান জানান।

রাষ্ট্রদূত আরো বলেন যে, নতুন প্রজন্মের মাঝে বঙ্গবন্ধুর বীরত্বগাথাঁ শোনাতে হবে যেন তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে দেশ গঠনের কাজে নিয়োজিত করে। তিনি আরও বলেন যে, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিশন-২০৪১ এর মাধ্যমে দেশকে এক উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। এ লক্ষ্যকে সফল করতে সকলকে একসাথে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানান তিনি। অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

***